ইউনিট
৬

রাষ্ট্রঃ উৎপত্তি ও কার্যাবলি

(Origin and Functions of State)

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সকল নাগরিকের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন কাঙ্খিত। প্রাচীনকালে- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর নিয়ে নগর রাষ্ট্র গঠিত হত। এসব নগর রাষ্ট্রের শাসনকার্যে নাগরিকগণ সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করত। আধুনিক রাষ্ট্র বিশাল আকৃতির এবং এর জনসংখ্যা অনেক বেশি। যার ফলে আধুনিককালে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজে পরোক্ষভাবে অংশ নেয়। আধুনিক রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবনের চরম অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল বলেন, "রাষ্ট্রের বাইরে যে বসবাস করে, সে হয় পশু না হয় দেবতা।" এ ইউনিটে রাষ্ট্রের ধারণা, রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ধরণ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি, কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ রাষ্ট্রের ধারণা	পাঠ-৬.৭ ঃ আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি
পাঠ-৬.২ ঃ রাষ্ট্র ও সরকার	পাঠ-৬.৮ ঃ পুঁজিবাদ
পাঠ-৬.৩ ঃ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ	পাঠ-৬.৯ ঃ সমাজতন্ত্র
পাঠ-৬.৪ ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ	পাঠ-৬.১০ ঃ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য
পাঠ-৬.৫ ঃ বল প্রয়োগ মতবাদ ও বিবর্তনমূলক মতবাদ	পাঠ-৬.১১ ঃ মিশ্র অর্থনীতি
পাঠ-৬.৬ ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদ	পাঠ-৬.১২ ঃ কল্যাণ রাষ্ট্র: ধারণা ও কার্যাবলি

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৬.১ রাষ্ট্রের ধারণা (Concept of State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনসমষ্টি, ভূ-খন্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব, উপাদান।

রাষ্ট্রে ধারণা

প্রাচীনকালে গ্রীক দার্শনিকগণ 'রাষ্ট্র' অর্থে পোলিস (Polis) কথাটি ব্যবহার করতেন। রোমান দার্শনিকগণ 'রাষ্ট্র' বোঝাতে 'সিভিটাস' (Civitas) কথাটি ব্যবহার করতেন। প্রাচীন গ্রীক পন্ডিত থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের

মধ্যে রাষ্ট্রের ধারণা বা সংজ্ঞা নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন বলেন, "রাষ্ট্র হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে সংগঠিত একটি জনসমাজ।" অধ্যাপক জেমস গার্নার রাষ্ট্রের একটি সুন্দর ও গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহি:শক্তির নিয়ন্ত্রনমুক্ত স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।"

রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর ধারণা বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সুসংগঠিত সরকার, জনসমষ্টি ও সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে তাকে রাষ্ট্র বলে।

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের চারটি উপাদান থাকে। যথা– (১) জনসমষ্টি, (২) ভূ-খন্ড, (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌমত্ব।

১। **জনসমষ্টি:** রাষ্ট্র গঠনের প্রথম উপাদান জনসমষ্টি। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্র হতে পারে না। তবে একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসংখ্যা কত হতে হবে তার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। জনসংখ্যা কম হতে পারে; আবার বেশিও হতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি, চীনের জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটি, আবার ব্রুনাই প্রায় ৪ লক্ষ। তবে অ্যারিস্টটল এর মতে রাষ্ট্রে জনসংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উত্তম।

২। **ভূখন্ড:** রাষ্ট্র গঠনের দ্বিতীয় উপাদান হল ভূখন্ড। জনসমষ্টিকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভূখন্ড আবশ্যক। ভূখন্ড বলতে রাষ্ট্রের ভূমি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সামুদ্রিক জলসীমা বোঝায়। রাষ্ট্র গঠনের জন্য কি পরিমান ভূখন্ড প্রয়োজন, তার নির্দিষ্টতা নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আয়তন ছোটও হতে পারে, আবার বড়ও হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ, অন্যদিকে ভারতের আয়তন ৩,২৮৭,২৬৩ বর্গ কিঃমিঃ।

৩। **সরকার:** রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান সরকার। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার তিন ধরনের কাজ করে। যথা– আইন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত। এ তিন ধরনের কাজের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা– আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। অর্থাৎ সরকার গঠিত হয় এ তিন বিভাগ নিয়ে। তবে বিশ্বের প্রায় সব সরকার ৩টি বিভাগ নিয়ে গঠিত হলেও সরকারের রূপ ও প্রকৃতি এক নয়। যেমন– বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

৪। **সার্বভৌমত্ব:** রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সার্বভৌমত্ব। এটি রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। সার্বভৌমত্ব ব্যতীত কোন দেশ রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হতে পারে না। যেমন– ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে বাংলাদেশের অন্যান্য উপাদান থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হতে পারে নি। সার্বভৌমত্বের দু'টো দিক রয়েছে। যথা– (ক) অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব, যার দ্বারা রাষ্ট্র তার সীমানার মধ্যে যেকোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর অবাধ ও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষমতার মাধ্যমে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। (খ) বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব - এ ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়? এটি কি দেখা যায়? দেখা না গেলে এর অস্তিত্ব কিভাবে অনুভূত হয়?

সার-সংক্ষেপ

যে সামাজিক সংগঠনের জনসমষ্টি, ভূখন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে তাকে রাষ্ট্র বলে। রাষ্ট্রের উপাদান ৪টি। যথা– (১) জনসমষ্টি, (২) ভূখন্ড, (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌমত্ব। এ চারটি উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব অন্যতম। সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের প্রাণ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "রাষ্ট্র হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে সংগঠিত একটি জনসম্পদ"-কে বলেছেন।

ক) সক্রেটিস খ) অ্যারিস্টটল

গ) উড্রো উইলসন ঘ) অধ্যাপক গার্নার

২। রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন উপাদান–

ক) জনসমষ্টি খ) ভূখন্ড

গ) সরকার ঘ) সার্বভৌমত্ব

৩। ঢাকা রাষ্ট্র নয়, কারণ–

ক) ক্ষুদ্র আয়তন খ) অত্যধিক জনসংখ্যা

গ) সার্বভৌমত্ব নেই ঘ) রাজধানী

পাঠ-৬.২ রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ধরণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্থায়িত্ব, অধিকারের উৎস, ক্ষমতা।

রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ধরণ

রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ধরণগুলো নিম্নরূপ:

১। **গঠন সংক্রান্ত:** জনসমষ্টি, ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। অন্যদিকে, সরকার হল রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের মধ্যে একটি, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

২। **জনসংখ্যা:** রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সরকারের সদস্য সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। রাষ্ট্র গঠিত হয় সকল জনসমষ্টি নিয়ে। অপরদিকে, সরকার গঠিত হয় জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে, যারা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে জড়িত।

৩। **জীবদেহ ও মস্তিষ্ক:** রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক অনেকটা জীবদেহ ও মস্তিষ্কের অনুরূপ। মস্তিষ্ক যেমন সমগ্র জীবদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক তেমনি সরকার রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। **স্থায়িত্ব:** রাষ্ট্র স্থায়ী, আর সরকার অস্থায়ী। যেকোন সময় সরকারের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু, এর ফলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন: ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনরায় চালু হয়। এতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

৫। **ভৌগোলিক সীমানা:** রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের সাথে ভৌগোলিক সীমানার সম্পর্ক নেই।

৬। **বৈশিষ্ট্য:** বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট এক ও অভিন্ন। সকল রাষ্ট্র ৪টি উপাদান নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে সরকারের রূপ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন– বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু আছে।

৭। **বিমূর্ত ও বাস্তব ধারণা:** রাষ্ট্র বিমুর্ত। কারণ রাষ্ট্রকে দেখা বা ছোঁয়া যায় না, শুধু অনুধাবন করা যায়। অন্যদিকে সরকার বাস্তব ধারণা।

৮। **আইন ও অধিকারের উৎস:** রাষ্ট্র সকল প্রকার আইন ও অধিকারের উৎস। আর সরকার হল সকল আইন ও অধিকারের রক্ষক। তাই নাগরিক অধিকারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যায় না। সরকার নাগরিক অধিকার খর্ব করলে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায়।

৯। **ক্ষমতার দিক থেকে:** রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের প্রাণ বলা হয়। সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই, সরকার রাষ্ট্রের হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা চর্চা করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও এটি স্বয়ংক্রিয় নয়। বরং সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রযন্ত্রটি পরিচালিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের মধ্যে যেগুলো আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেগুলো উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে সরকার। বস্তুত: সরকার ছাড়া কোন রাষ্ট্রই পরিচালিত হতে পারবে না। রাষ্ট্র বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অনড় প্রকৃতির হলেও, সময় ও স্থানভেদে সরকার ব্যবস্থার রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। অনেকে সেজন্য সরকারকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক হিসেবে মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে প্রযোজ্য হল–

i) সরকার রাষ্ট্রের উপাদান
ii) রাষ্ট্রের সকল জনসমষ্টি হল সরকার
iii) রাষ্ট্র জীবদেহ আর সরকার মস্তিষ্ক

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

i) রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান
ii) বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অভিন্ন
iii) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৩ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and Other Organisations)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সংঘ, স্থায়িত্ব, বাধ্যতামূলক, উদ্দেশ্য, অস্তিত্ব।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের পার্থক্য

পাঠ-১ এ রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন কোন জনসমষ্টি ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাকে সংঘ বলে। যেমন– শ্রমিক সংঘ, ছাত্র সংঘ, কর্মজীবী সংঘ, এসব সংঘ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে। যেমন– শ্রমিকরা নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক সংঘ, ছাত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র সংগঠন, আবার কর্মজীবীরা নিজ-নিজ অধিকার প্রাপ্তির জন্য কর্মজীবী সংঘ গড়ে তোলে। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এদের মধ্যকার নিম্নলিখিত পার্থক্য পাওয়া যায়–

১। **উৎপত্তিগত:** আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ক্রমবিবর্তনের ফলস্বরূপ। রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক চেতনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে, সংঘ সৃষ্টি হয় মানুষের স্বেচ্ছামূলক পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে। যেমন: ফুটবল সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাই যথেষ্ঠ। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবর্তন কোন কাজ করেনি, যা রাষ্ট্রের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবশ্যক।

২। **সদস্য লাভ:** একটি রাষ্ট্রে যতজন লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তারা রাষ্ট্রের সদস্য। কিন্তু রাষ্ট্রের সকল সদস্য সব ধরনের সংঘের সদস্য হয় না। যেমন– শ্রমিক সংঘের সদস্য তারাই, যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে; এরা আবার রাষ্ট্রের সদস্য। কিন্তু তাই বলে, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক শ্রমিক সংঘের সদস্য নয়।

৩। **বাধ্যবাধকতা:** যারা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস, অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালন করে, তারা রাষ্ট্রের সদস্য। রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু সংঘের সদস্য হওয়া ইচ্ছাধীন, বাধ্যতামূলক নয়। একজন ব্যক্তি আবার একাধিক সংঘের সদস্য হতে পারেন। যেমন– ফুটবল সংঘ, কর্মজীবী সংঘ, সাহিত্য সংঘ প্রভৃতি। কিন্তু একজন ব্যক্তি সাধারণত একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকেন।

৪। **ভৌগোলিক সীমারেখা:** রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট একটি ভূ-খন্ড থাকে, যেখানে জনসমষ্টি স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে, সংঘের সাথে ভৌগোলিক সীমারেখার বাধ্যতাধকতা নেই। সংঘ স্থানীয়, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক হতে পারে। সংঘের কার্যসীমাও সেভাবে নিরূপিত হয়।

৫। **উদ্দেশ্য:** রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বহুমুখী। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য বহুবিধ কাজ করে। যেমন– প্রশাসন পরিচালনা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি। কিন্তু সংঘের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট। যেমন– খেলাধূলা, জনকল্যাণ, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংঘ সৃষ্টি হয়েছে।

৬। **সার্বভৌম ক্ষমতা:** রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, জনগণ, সরকার, ভূ-খন্ড থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি না থাকায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে এখনো আইনগতভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। সংঘের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের অনুরূপ কোন উপাদানের অস্তিত্ব নেই।

৭। **স্থায়িত্বঃ** রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, সংঘ হচ্ছে অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য সাধনের পর সংঘের বিলুপ্তি হতে পারে।

৮। **নিয়ন্ত্রণঃ** রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধ করলে সংঘকে নিয়ন্ত্রণ বা বিলুপ্ত করতে পারে। তবে অন্যান্য সংঘ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা বিলুপ্ত করতে পারে না। যদিও এসব সংঘ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে।

৯। **আইন প্রণয়নঃ** আধুনিক যুগে আইনের প্রধান উৎস আইনসভা। অর্থাৎ আইন সভার মাধ্যমে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও পুরাতন আইন বাতিল করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সংঘ আইন প্রণয়ন করতে পারে না, বরং রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলে।

১০। **অস্তিত্বঃ** একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি থাকতে পারে; কিন্তু একটি রাষ্ট্রসীমায় একটির বেশি রাষ্ট্র থাকতে পারে না।

বস্তুত, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে এ রকমের বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্রে বিদ্যমান কয়েকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘের তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

যেকোন রাষ্ট্রে সংঘ গড়ে ওঠে। যেমন– শ্রমিক সংঘ, ছাত্র সংঘ, কর্মজীবী সংঘ প্রভৃতি। এসব সংঘ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। কতগুলো বিষয়ে এসব সংঘসমূহ রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি থেকে ভিন্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়?

ক) সংঘ খ) সমাজ

গ) সরকার ঘ) রাষ্ট্র

২। কোনটির সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক?

ক) রাষ্ট্র খ) সমাজ

গ) সংঘ ঘ) সরকার

৩। নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য–

i) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বহুমুখী

ii) সংঘের ভৌগোলিক সীমারেখার বাধ্যবাধকতা নেই

iii) রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘ নিয়ন্ত্রিত হয়

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ (Theories Related to Origin of State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বিধাতা, শাসক, রাজা, স্বৈরাচার, আদেশ-নির্দেশ, পিতৃতান্ত্রিক, মাতৃতান্ত্রিক।

বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব মতবাদ প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ একটি। এ মতবাদটি প্রাচীন হলেও মধ্যযুগে এর প্রচার লক্ষ্য করা গেছে।

মূল বক্তব্য: বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রের কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একজন 'শাসক' প্রেরন করেছেন। শাসক বিধাতার ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করবেন এবং তাঁর কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী থাকবেন। তাঁর আদেশ-নির্দেশ জনগণ মেনে চলবে। শাসকের আদেশ অমান্য করলে জনগণের পাপ হবে। কারণ এ মতবাদে বলা হয়, শাসক বিধাতার নির্দেশে সকল কার্য সম্পাদন করেন। সুতরাং শাসকের নির্দেশ অমান্য করা বিধাতার নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। এ মতবাদটি বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে,

১. বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন।

২. বিধাতা তার মনোনীত ব্যক্তিকে শাসক রূপে প্রেরণ করছেন।

৩. শাসক তার কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়।

৪. জনগণ শাসকের নির্দেশ মেনে চলবে। রাজার নির্দেশ অমান্য করার অর্থ বিধাতার নির্দেশ অমান্য করা।

সমালোচনা: রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদটি বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন। কয়েকটি সমালোচনা নিচে উল্লেখ করা হল–

১। **অচল:** বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় শাসক তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু এ মতবাদে বলা হয়েছে, শাসক তার কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী এবং শাসক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্র সম্পর্কে এ ধরনের মত আজকের যুগে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

২। **অযৌক্তিক:** রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ তার প্রয়োজনে 'রাষ্ট্র' সৃষ্টি করেছেন। এ মতবাদে বলা হয়, বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। এর কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই বিধায়, এ মতবাদকে আধুনিক যুগে অচল একটি মতবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩। **স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক:** এ মতবাদের প্রেক্ষিত বলা হয়, বিধাতার নির্দেশে শাসক যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন এবং তিনি সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি বিধাতার দোহাই দিয়ে জনগণের অধিকার খর্ব করতে পারবেন। কাজেই বলা যায়, এ মতবাদ স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক। এ মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র।"

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ

স্যার হেনরী মেইন পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সন্তানরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হত এবং পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব থাকত। এ ধরনের পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে উপজাতি এবং উপজাতি থেকে জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। স্যার হেনরী মেইন বলেন, 'পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের প্রতি সদস্যদের আনুগত্যই পরিবারের বন্ধন সূত্র। কতগুলো পরিবার নিয়ে বংশ গঠিত হয়, কতগুলো বংশ থেকে উপজাতি গঠিত হয় এবং কতগুলো উপজাতির সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। এ মতবাদের মূল বক্তব্য হল– পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ

এ মতবাদের মূল বক্তব্য হল মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এ ধরনের পরিবারে সন্তানরা মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হত এবং পরিবারে মায়ের একক কর্তৃত্ব থাকত। সমাজ বিকাশের একেবারে গোড়ার দিকে মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রাথমিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ব্যক্তির ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তখন যৌথ বিবাহ প্রচলিত ছিল। যৌথ বিবাহের ফলে সন্তান এবং বংশ ধারার জন্য বর্তমানের ন্যায় পিতাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হত না। মাতাই ছিল সন্তানের পরিচয় সূত্র। মাতৃপক্ষ থেকেই সন্তানের বংশধারা নির্দিষ্ট হত। এভাবে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে বহুপরিবার সৃষ্টি এবং একটি উপজাতিতে পরিণত হয়। এরপর কালক্রমে একাধিক উপজাতির সমন্বয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

সমালোচনা: পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদে রক্তের সম্পর্কই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। অন্য কোন বাস্তব কারণ নির্ণয়ে সক্ষম নয় বিধায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত আধুনিক যুগের আলোচনায় এই দুই মতবাদ খুব একটা গুরুত্ব পায় না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্র উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রাচীনতম কয়েকটি মতবাদের তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ মতবাদের মূল বক্তব্য হল বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনার জন্য তিনি একজন শাসক প্রেরণ করছেন। এই শাসক বিধাতার ইচ্ছানুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করবেন এবং তাঁর কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী থাকবেন। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ মতবাদের মূল বক্তব্য হল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে উপজাতি এবং উপজাতি থেকে জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার মতবাদ অনুযায়ী মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য–

i) বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন ii) শাসক বিধাতার নিকট দায়ী iii) শাসকের নির্দেশ অমান্য করলে পাপ হবে

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে– এটি কোন মতবাদের মূল কথা?

ক) পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক খ) সামাজিক চুক্তি

গ) বল প্রয়োগ ঘ) বিবর্তনমূলক

পাঠ-৬.৫ বল প্রয়োগ মতবাদ ও বিবর্তনমূলক মতবাদ (Force Theory and Evolutionary Theory)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বল প্রয়োগ মতবাদের দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বল প্রয়োগ মতবাদের প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিবর্তনমূলক মতবাদের বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বল, জয়-পরাজয়, সবল-দুর্বল, বিবর্তন, কালক্রমে, রক্তের সম্পর্ক।

বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য

এ মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, বল বা শক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। এ মতবাদে ধরে নেয়া হয়েছে যে, আদিমকালে মানুষ কলহপ্রিয় ও ক্ষমতালিপ্সু ছিল। সবলরা বল প্রয়োগ করে দুর্বলদের অধীন করে আনুগত্য স্বীকার করাতে বাধ্য করত। এ প্রবণতার কারণে এক গোত্র অন্য গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হত এবং পরাজিত গোত্র বিজয়ী গোত্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গড়ে উপজাতি। উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধের ফলে পরাজিত উপজাতি বিজয়ী উপজাতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে গড়ে উঠত এক বৃহৎ উপজাতি। একটি অঞ্চলে একজন উপজাতি প্রধান প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করত। এভাবে এক একটি অঞ্চল নিয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ডেভিড হিউমের মত চিন্তাবিদরা বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থক। হিউমের মতে, দখলদারিত্ব বা বলপ্রয়োগ ছাড়া অতীতে বা বর্তমানে কখনোই কোন রাষ্ট্র গঠিত হয় নি।

সমালোচনা: বলপ্রয়োগ মতবাদকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়।

১। **অসম্পূর্ণ মতবাদ:** আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কেবলমাত্র বলের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি। রাষ্ট্র সৃষ্টির অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে বল একটি উপাদান মাত্র। এ মতবাদে অন্যান্য উপাদান তথা আদিম সমাজে রক্তের সম্পর্ক, ভাষা, জাতীয়তা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার মত উপাদানগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২। **মানবতা বিরোধী:** এ মতবাদে মানব জাতির খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যেমন– ঝগড়া-বিবাদ, ক্ষমতালিপ্সা, অত্যাচার ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, এ মতবাদে মানব জাতির উদারতা ও মহত্ব সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। এজন্য এ মতবাদকে মানবতা বিরোধী মতবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩। **স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক:** এ মতবাদে বলকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যার কারণে শাসক শক্তির সাহায্যে যে কোন সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে পারে, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাই বলা যায়, বল প্রয়োগ মতবাদ স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক।

৪। **শান্তি বিরোধী:** এ মতবাদ যুদ্ধকে সমর্থন করে। মানুষ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। এভাবে দেখলে এ মতবাদ শান্তি বিরোধী।

বল প্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব: বল প্রয়োগ মতবাদের বহুবিধ সমালোচনা থাকলেও, এই মতবাদের সর্মথনে ইতিহাস ও বর্তমানে নানা নজির পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক রাষ্ট্রগুলো অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহি:শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য বল বা শক্তি ব্যবহার করে। এজন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলো সামরিক বাহিনী গঠন করে। শক্তির দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টির নজির ইতিহাসে অহরহ। টমাস হবস ও নিকোলা ম্যাকিয়াভেলীর মত তাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তিশালী শাসকের কথা বলেছেন।

তবে বলপ্রয়োগ মতবাদের নজির থাকলেও একথা বলা যায় না যে, কেবলমাত্র বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ কেবলমাত্র বল বা শক্তি জনগণকে খুব বেশি দিন সংগঠিত রাখতে পারে না। মূলত, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনগণের ইচ্ছার উপর। সর্বশেষে তাই বলা যায় রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্মতি, বল নয়।

বিবর্তনমূলক মতবাদ

এ মতবাদে মূল বক্তব্য হল– রাষ্ট্র হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় নি। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের সাহায্যে ধীরে-ধীরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়– ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে উপজাতি, উপজাতি থেকে জাতি এবং জাতি থেকে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক জেমস গার্নার এ মতবাদের সমর্থনে বলেন, "রাষ্ট্র বিধাতা কর্তৃক সৃষ্টি হয়নি, কোন দৈহিক শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয় নি, অথবা পারস্পরিক চুক্তির ফলেও রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নি, কিংবা পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।"

বিবর্তনমূলক মতবাদ অনুসারে যে উপাদানগুলো আদিতে রাষ্ট্র সৃষ্টিতে কাজ করেছিলো, তার কয়েকটি আলোচনা করা হলঃ

১। **রক্তের বন্ধনঃ** পরিবারের ভিত্তি হল রক্তের সম্পর্ক। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী সৃষ্টি হয় এবং রক্তের সম্পর্ক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে। রক্তের সম্পর্কের কারণে গোষ্ঠীর প্রধানের কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় থেকে উপজাতি এবং উপজাতি থেকে জাতির সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এসে এক একটি জাতি একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে রক্তের বন্ধন সক্রিয় ভূমিকা রেখে ছিল। অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, "রক্তের সম্পর্ক সমাজ সৃষ্টি করল এবং সমাজ অবশেষে রাষ্ট্র সৃষ্টি করল।"

২। **ধর্মের বন্ধনঃ** রাষ্ট্রের বিবর্তনের ধারায় ধর্মের বন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তের সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে, সে মুহূর্তে ধর্ম রক্তের বন্ধনের শূণ্যতা পূরণ করে। ধর্ম চর্চার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে ধর্মীয় সমাজ ও ধর্মীয় নেতা। পরবর্তীতে ধর্মীয় সমাজ সুদৃঢ় হয়ে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্র।

৩। **যুদ্ধ-বিগ্রহঃ** যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্র সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আদিম সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। যে ব্যক্তি যত শক্তিশালী ছিল, তার তত ক্ষমতা ও আধিপত্য থাকত। তাই গোত্রের সাথে গোত্রের, উপজাতির সাথে উপজাতির যুদ্ধ বা সংঘর্ষ হত। বিজিতরা বিজয়ীদের অন্তর্ভূক্ত হত। এভাবে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়। অতপর জাতিসমূহের স্থলে এক একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

৪। **অর্থনৈতিক কার্যকলাপঃ** এক সময় মানুষ পশু শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন-যাপন করত। সভ্যতার একটি পর্যায়ে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করলে, স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও সমাজে বহু শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এর প্রেক্ষিতে মানুষ আইন, শাসক ও বিচারকের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। এসবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের ভিত গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি আলোচনায় বিবর্তনমূলক মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকখানি। বস্তুত; এ মতবাদের মধ্যে অন্যান্য সকল মতবাদের কিছু মাত্রায় প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন, রক্তের বন্ধন আলোচনাতে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, ধর্মের বন্ধনে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের আভাস মিলে। যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক আলোচনাতে বলপ্রয়োগ মতবাদের ইঙ্গিত রয়েছে। এছাড়াও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক চেতনা সংক্রান্ত বক্তব্যে বিবর্তনমূলক মতবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বল প্রয়োগ মতবাদে বিশ্বাসী এমন কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনায়কের নাম লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হল বল বা শক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য হল রাষ্ট্র হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় নি। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের সাহায্যে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হল–

i) বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে
ii) শক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র টিকে আছে
iii) সবল দুর্বলকে অত্যাচার করত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। "রাষ্ট্র বিধাতা কর্তৃক সৃষ্টি হয় নি" –কে বলেছেন?

ক) জেমস গার্নার খ) জাঁ পল সাঁত্রে
গ) কার্ল মার্কস ঘ) ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

৩। বল প্রয়োগ মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

i) মানবজাতির খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে
ii) এ মতবাদ স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক
iii) আধুনিককালে এ মতবাদের প্রভাব লক্ষণীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য মতবাদ–

ক) বিবর্তন মূলক মতবাদ খ) বিধাতার সৃষ্টিমূলক
গ) সামাজিক চুক্তি ঘ) বলপ্রয়োগ মতবাদ

পাঠ-৬.৬ সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ বলতে পারবেন।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা, গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রকৃতির রাজ্য, চুক্তি, প্রাকৃতিক আইন, সাধারণ ইচ্ছা, সকলের ইচ্ছা।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনাতে, সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সম্ভবত সর্বাধিক আলোচিত । এ মতবাদের মূল বক্তব্য হল, রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি জনগনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এ মতবাদে বলা হয়, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে "প্রকৃতির রাজ্যে" প্রকৃতির আইন অনুযায়ী মানুষ জীবন-যাপন করত। কেউ প্রকৃতির রাজ্যের নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি দেয়ার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ পরস্পর স্বেচ্ছায় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। সামাজিক চুক্তির বিষয়টি টমাস হবস, জন লক ও জাঁ জ্যাক রুশো ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

টমাস হবস (Thomas Hobbes) : হবস সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক। ইংল্যান্ডের সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে 'লেভিয়াথান' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করে।

হবসের মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে কোন আইন, সরকার ও বিচার ছিল না। যার কারণে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের জীবন ছিল ভয়াবহ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ন। সে সময়ে মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অসহায় ও কলহপ্রিয় ছিল। সবল দুর্বলকে অত্যচার করত। এ অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। চুক্তির ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হয়। হবসের মতবাদ অনুসারে, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই।

জন লক (John Locke): লক ছিলেন একজন ইংরেজ দার্শনিক এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। তিনি 'টু ট্রিটিস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন।

লকের মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্য খুব সুন্দর ছিল । সেখানে সাম্য ও স্বাধীনতা ছিল। মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ ছিল যুক্তিবাদী, সৎ ও শান্তি প্রিয়। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে সমস্যা ছিল তিনটি। যথা–
(১) প্রকৃতির আইনের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না,
(২) প্রকৃতির আইন ব্যাখ্যা করার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না,
(৩) প্রকৃতির আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়া যেত না। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনগণ পরস্পরের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। এ চুক্তির শর্ত হল শাসক জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির রক্ষক হবে। লকের মতে, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা একচ্ছত্র নয়। বরং সার্বভৌমের ক্ষমতা হচ্ছে, জনগণের সম্মতিভিত্তিক। অর্থাৎ জনগণ সম্মতি প্রত্যাহার করলে, শাসক তার শাসনের এখতিয়ার হারাবে।

জাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau): রুশো ফরাসি দার্শনিক। তিনি 'দি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনায় সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। রুশোর মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্য ছিল অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম, স্বাধীনতাপূর্ণ ও শান্তিময়। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ ছিল সৎ, বন্ধুত্বপরায়ণ, সুন্দর, সহজ, সরল ও সহানুভূতিশীল। ফলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের মধ্যে সম্পত্তির অর্জনের চেতনা জাগ্রত হয়। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ভোগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। মানুষ এ অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে এবং তাদের সকল ক্ষমতা সর্বজনের কল্যাণের লক্ষ্যে সাধারণ ইচ্ছার উপর অর্পণ করে। চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে 'সাধারণ ইচ্ছা' সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

সমালোচনা: বিশ্লেষকরা নানা সময়ে নানা দিক থেকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা করেছেন। নিম্নে সেসব সমালোচনার সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করা হল–

১। **অনৈতিহাসিক:** সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র স্থাপনের নজীর মানুষের লিখিত ইতিহাসে দেখা যায় না। এজন্য অনেকে এই মতবাদকে অনৈতিহাসিক মনে করেন।

২। **অযৌক্তিক:** চুক্তি হল স্বেচ্ছাধীন বিষয়, আর রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার ভিত্তি হল আইন। আইনের ধারণার পূর্বে রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে পারে না। সামাজিক চুক্তি মতবাদে আইনের ধারণা অস্পষ্ট। এভাবে দেখলে সামাজিক চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিক।

৩। **অবৈজ্ঞানিক:** সাধারণত চুক্তি হয় দুই পক্ষের মধ্যে; কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদে দেখা যায় জনগণ পরস্পর মিলিত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করে এটা বিজ্ঞান সম্মত নয়।

৪। **অবিশ্বাস্য মতবাদ:** রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটার তেমন প্রমাণ নেই। রাষ্ট্রপূর্ব সমাজের মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা অসম্ভব। এ অবস্থায় মানুষ চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে– একথা বিশ্বাস করা যায় না।

৫। **বিপদজনক:** এ মতবাদকে অনেকে বিপদজনক মনে করেন। কারণ, জনগণ যদি মনে করে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং চুক্তির মাধ্যমে শাসক ক্ষমতা পেয়েছে, তাহলে জনগণ সামান্য কারণে আন্দোলন করে বা চুক্তি ভঙ্গ করে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার যৌক্তিকতা পেয়ে যাবে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।

৬। **ভ্রান্ত:** লক ও রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্যে সাম্য ও স্বাধীনতা ছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন ছিল না। রাষ্ট্রীয় আইন হল সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় আইনের মতো সুসংবদ্ধ ভিত্তি ছাড়া সাম্য ও স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এভাবে দেখলে প্রকৃতির রাজ্যেও সাম্য ও স্বাধীনতা থাকার কথা নয়। তাই এ মতবাদকে অনেকে ভ্রান্ত মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব: এ মতবাদের নানা সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানকালেও এর গুরুত্ব ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সেগুলো বর্ণিত হল–

১। **গণতন্ত্রের সহায়ক:** এ মতবাদের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধ্যান, ধারণা ও আদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, জন লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যায় শাসককে তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী করা হয়েছে। লকের এই বক্তব্য আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২। **রাজনৈতিক প্রত্যয়ের বিকাশ:** সামাজিক চুক্তি মতবাদের বদৌলতে চিন্তার জগতে সাম্য, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কিংবা রাষ্ট্রের ধারণায় অনেকগুলো নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে।

৩। **ব্যক্তি মানুষের গুরুত্ব:** লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ব্যক্তি মানুষের ভূমিকার উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই দুই চিন্তাবিদ রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তির সকল অধিকার নিঃশর্তে দান করার বিপক্ষে মত দিয়েছেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরুন।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য হল– জনগণ নিজেদের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। এ মতবাদে বলা হয় রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতির আইন অনুযায়ী মানুষ জীবন-যাপন করতো। কালক্রমে প্রকৃতির রাজ্যে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্য জনগণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। এ মতবাদের প্রবক্তা হলেন টমাস হবস, জন লক ও জ্যাঁ জ্যাক রুশো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক চুক্তির প্রবক্তা নয়–

ক) টমাস হবস খ) জন লক

গ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো ঘ) অধ্যাপক গার্নার

২। টমাস হবসের রচিত গ্রন্থ–

ক) লেভিয়াথান খ) টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট

গ) সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ঘ) রিপাবলিক

৩। কার ব্যাখ্যায় সংসদীয় সরকারের রূপ লক্ষ্য করা যায়?

ক) গার্নার খ) জন লক

গ) রুশো ঘ) হবস

৪। প্রকৃতির রাজ্য ভয়াবহ ছিল– এ কথা কে বলেছেন?

ক) জন লক খ) হবস

গ) রুশো ঘ) জেংকস

পাঠ-৬.৭ আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি (Functions of Modern State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অপরিহার্য, ঐচ্ছিক, কার্যসম্পাদন, জনকল্যাণমূলক, ন্যায়বিচার।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি

রাষ্ট্র সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। তাই রাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। আধুনিক কালে রাষ্ট্র পূর্বের তুলনায় বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে। এসব কাজকে প্রধানত, দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা– (ক) অপরিহার্য বা মৌলিক কার্যাবলি, (খ) ঐচ্ছিক বা জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি।

(ক) অপরিহার্য বা মৌলিক কার্যাবলি: রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যেসব কাজ করে, সেগুলোকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মৌলিক কাজ বলে। নিম্নে রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের বর্ণনা দেয়া হল–

১। **দেশরক্ষা:** সার্বভৌমত্ব তথা দেশরক্ষা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ। এজন্য রাষ্ট্র সশস্ত্রবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে।

২। **প্রশাসন পরিচালনা:** রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল প্রশাসন পরিচালনা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্র শাসন বিভাগ গঠন করে। শাসন বিভাগের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রশাসন কার্য পরিচালনা করে।

৩। **শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা:** অভ্যন্তরীন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগনের জন্য শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য রাষ্ট্র আইন-কানুন প্রণয়ন, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী গঠন করে।

৪। **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত:** আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতি, প্রতিবেশি দেশের সাথে সম্পর্কের ধরণ নির্ধারণ, ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার, পরনির্ভরশীলতা হ্রাস প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করতে হয়। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় আনুষ্ঠানিক কাজগুলো করে।

৫। **আইন প্রণয়ন:** রাষ্ট্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে। এ কাজের জন্য রাষ্ট্র আইন বিভাগ গঠন করে। তাছাড়া সংবিধান সংশোধন করাও আইন সভার কাজ।

৬। **বিচার সংক্রান্ত:** আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এ কাজে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্র বিচার বিভাগ গঠন করে। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেয় এবং নিরাপরাধীকে মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

(খ) ঐচ্ছিক বা জনকল্যাণমূলক কাজ: যেসব কাজ রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয়ের মধ্যে পড়ে না কিন্তু জনগণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রকে করতে হয়, সেসব কাজকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা জনকল্যানমূলক কাজ বলে। নিম্নে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজের বর্ণনা দেওয়া হল:

১। **শিক্ষামূলক:** রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিজের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরি করে। এ ছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। সচেতন নাগরিক রাষ্ট্রের সফলতার জন্য অতি প্রয়োজন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য আধুনিক রাষ্ট্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনা করে।

২। **বৃদ্ধ ও দরিদ্রদের সাহায্যঃ** দারিদ্র্য দূর করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও কর্মসংস্থান তৈরি করে। তাছাড়া বৃদ্ধদের বার্ধক্যজণিত নিরাপত্তা ভাতা ও পেনশন প্রদান করে।

৩। **শ্রমিক কল্যাণঃ** আধুনিক রাষ্ট্র শ্রমিকদের কল্যাণে বহুবিধ কাজ করে। যেমন, শ্রমিকদের কাজের মেয়াদ ও মজুরি নির্ধারণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা, শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

৪। **জনহিতকর কাজঃ** আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণে অনেক জনহিতকর কাজ করে। যেমন, চিত্তবিনোদনের জন্য খেলার মাঠ নির্মাণ, সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা কিংবা রেডিও টেলিভিশনে আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান প্রচার। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য প্রদান ও পুনর্বাসন, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের মত কাজগুলো আধুনিক রাষ্ট্রের জনহিতকর কাজের অন্তর্ভূক্ত।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটেছে। এর ফলশ্রুতিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক) অপরিহার্য বা মৌলিক কার্যাবলি, যা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য করা হয়। খ) ঐচ্ছিক বা জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি, যা জনগণের কল্যাণার্থে করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) ৫

২। সার্বভৌমত্ব ও সংহতি এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র কোন ধরনের কাজ করে?

ক) মৌলিক খ) ঐচ্ছিক

গ) জনকল্যাণমূলক ঘ) স্বাভাবিক

৩। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ–

i) প্রশাসন পরিচালনা ii) শান্তি শৃংখলা রক্ষা iii) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৮ পুঁজিবাদ (Capitalism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পুঁজিবাদের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পুঁজি, মুনাফা, অবাধ প্রতিযোগিতা, দক্ষতা, মালিকানা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ভোগ, শ্রেণি বৈষম্য।

পুঁজিবাদের ধারণা

পুঁজিবাদ এক বিশেষ ধরনের অর্থ ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি মালিকানা দ্বারা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পত্তির পূর্ণ স্বীকৃতি রয়েছে। পুঁজিবাদে নতুন নতুন বিনিয়োগ বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত হয় এবং তা অবাধ প্রতিযোগিতা ও সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। পুঁজিবাদে চাহিদা-যোগান এবং উৎপাদনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রনের জন্য কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকে না। সুতরাং বলা যায়, যে অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তিমালিকানাধীন থাকে তাকে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র বলে।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য

পুঁজিবাদের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলো বেশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল:

১। মালিকানা: উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ভূমি ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও পুঁজি গঠন করতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদনে ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

২। অবাধ প্রতিযোগিতা: পুঁজিবাদে বহু সংখ্যক উৎপাদক থাকে। তাঁদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। এজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যসমূহ অধিক যত্নের সাথে উৎপাদন করা হয়। এর ফলে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মান ক্রমাগত উন্নত হয়।

৩। ভোগের স্বাধীনতা: পুঁজিবাদে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ ভোগ বা ক্রয় করবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ ব্যবস্থায় ভোগ বা ক্রয়ের উপরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

৪। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন: পুঁজিবাদের প্রধান লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। এ ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায়, এ ব্যবস্থায় যেসব দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন অধিক লাভজনক, উৎপাদনকারীরা সেসব দ্রব্যসমূহ বেশি-বেশি উৎপাদন করে।

৫। শ্রেণি বৈষম্য: পুঁজিবাদে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিপতিরা অল্প ব্যয়ে উৎপাদন করতে চায়। তাই তাঁরা শ্রমিকদের অল্প পারিশ্রমিক প্রদান করে। এর ফলে মালিক শ্রেণি দিন-দিন ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। আর শ্রমিক শ্রেণি কালক্রমে গরীব হতে থাকে। এর ফলে সমাজে শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

৬। দক্ষতা বৃদ্ধি: পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিজ-নিজ দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এর ফলে এ ব্যবস্থায় মানব সম্পদের ক্রমশ উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকে।

৭। অপচয় বৃদ্ধিঃ পুঁজিবাদে অবাধ প্রতিযোগিতা ও যেকোন উপায়ে ভোক্তাকে আকর্ষনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিক্রয় কর্মী নিয়োগ করতে হয়। এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসাম্য সৃষ্টি। এই অসাম্য থেকে তৈরি হয় সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি পুঁজিবাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখান।

সার-সংক্ষেপ

যে অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকে তাকে পুঁজিবাদ বলে। পুঁজিবাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ (১) ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদনের উপাদান (২) অবাধ প্রতিযোগিতা (৩) ভোগের স্বাধীনতা (৪) সর্বাধিক মুনাফা অর্জন (৫) শ্রেণি বৈষম্য (৬) দক্ষতা বৃদ্ধি (৭) অপচয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন অর্থ ব্যবস্থায় মুনাফা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ?

ক) পুঁজিবাদ খ) সমাজতন্ত্র

গ) কতিপয়তন্ত্র ঘ) সাম্যবাদ

২। পুঁজিবাদের উল্লেখযোগ্য বা প্রধান বৈশিষ্ট্য–

i) সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ii) অবাধ প্রতিযোগিতা iii) অপচয়

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৯ সমাজতন্ত্র (Socialism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সমাজতন্ত্রের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সামাজিক শ্রেণি, বৈষম্য, শোষণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সম্পদের সুষম বণ্টন

সমাজতন্ত্রের ধারণা

সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা। ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদের বিপরীতে সমাজতন্ত্রে সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কসবাদী ব্যাখ্যাতে সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধণিক শ্রেণির আধিপত্য ধ্বংস হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য থাকে একটি শ্রেণিহীন, শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। নিম্নে সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হল:

১. **রাষ্ট্রের কল্যাণে প্রাধান্য:** সমাজতন্ত্রে বলা হয়, রাষ্ট্র গঠিত হয় সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে। সুতরাং রাষ্ট্রের কল্যাণ ও মঙ্গল করার অর্থ হল ব্যক্তির কল্যাণ সাধন। এজন্য সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

২. **উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা:** সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপাদানসমূহ, যেমন ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন এবং উৎপাদিত সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন থাকে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেকে তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। এর ফলে প্রত্যেক মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৩. **ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি:** সমাজতন্ত্রে সকল সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা না থাকায়, ব্যক্তি তার আয়ের মাধ্যমে কোন সম্পদের মালিক হতে পারে না। সমাজতন্ত্র সকল সম্পদ জাতীয়করণে বিশ্বাসী।

৪. **পরিকল্পনা গ্রহণ:** অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয়। এজন্য সমাজতন্ত্রে সাধারণত কোন প্রকার বৈষম্য দেখা যায় না।

৫. **নৈতিক উন্নতি:** সমাজতন্ত্রে মানুষের মধ্যে নৈতিক উন্নতি ঘটে। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন ব্যক্তি পুঁজি গঠন করতে পারে না। তাই সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্য মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারী ও দুর্নীতির সম্ভাবনা সাধারণত থাকে না। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

৬. **সর্বাধিক কল্যাণ:** সমাজতন্ত্রে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন নয়, বরং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

৭. **ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব:** সমাজতন্ত্রে সকল বিষয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে বিধায় ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব দেখা যায়।

৮. **বিবিধঃ** (ক) সমাজতন্ত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ফলে জনগণ নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়। আবার, কখনো-কখনো সমাজতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। কারণ এ ব্যবস্থায় ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এরূপ নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট করে।

(খ) আমলাতন্ত্রের প্রভাবঃ সমাজতন্ত্রে সবকিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় বিধায় আমলাদের প্রভাব অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে সমাজতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

সামন্ততান্ত্রিক কিংবা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত নিম্নশ্রেণির মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।

সার-সংক্ষেপ

যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে তাকে সমাজতন্ত্র বলে। সমাজতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) রাষ্ট্রের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয় (২) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদন ও বন্টন (৩) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি (৪) রাষ্ট্র গৃহীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা (৫) সাধারণ জনগনের সর্বাধিক কল্যাণ (৬) ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজতন্ত্রের বিপরীত অর্থব্যবস্থা–

ক) পুঁজিবাদ খ) মিশ্রতন্ত্র

গ) কতিপয়তন্ত্র ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ

২। সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য–

i) উৎপাদন ও বন্টন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন

ii) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি

iii) ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.১০ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য (Difference between Socialism and Capitalism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সম্পত্তির মালিকানা, উৎপাদন, বন্টন, উদ্বৃত্ত, প্রতিযোগিতা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এদের মধ্যকার যেসব পার্থক্য দেখা যায়, সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হল:

১। **কল্যাণের প্রাধান্য:** সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থায় বলা হয়, রাষ্ট্রের কল্যাণ হলেই ব্যক্তির কল্যাণ হবে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে ব্যক্তির কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় ধরে নেয়া হয় ব্যক্তির কল্যাণ হলেই রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে।

২। **উৎপাদন ও বন্টন:** সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপাদানসমূহ ও উৎপাদিত দ্রব্যের বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে হয়। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে উৎপাদনের উপায়সমূহ ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক।

৩। **সম্পত্তির মালিকানা:** সমাজতন্ত্রে সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকাধীন থাকে।

৪। **প্রতিযোগিতা:** সমাজতন্ত্রে একমাত্র উৎপাদক রাষ্ট্র। যার দরুণ এ ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত। আবার, পুঁজিবাদে বহু সংখ্যক উৎপাদক থাকে। ফলে তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

৫। **ভোগের স্বাধীনতা:** সমাজতন্ত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। কারণ এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রদত্ত উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করতে হয়। তবে পুঁজিবাদে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ ভোগ বা ক্রয় করবে ব্যক্তি তা নিজে ঠিক করে।

৬। **সর্বাধিক মুনাফা:** সমাজতন্ত্রে সর্বাধিক মুনাফার পরিবর্তে সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ও মৌলিক চাহিদা পূরণে গুরুত্ব দেয়া হয়। পুঁজিবাদে মুনাফাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৭। **সমতা:** সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষে-মানুষে শ্রেণিগত ব্যবধান দুর করার চেষ্টা থাকে। পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদে শ্রেণি বৈষম্য থাকে। কারণ এ ব্যবস্থায় অধিক মুনাফার স্বার্থে পুঁজিপতিরা অল্প ব্যয়ে উৎপাদন করতে চায়। এজন্য শ্রমিকদের মজুরি কম দেয়া হয়। পরিণামে মালিক শ্রেণি ক্রমাগত সম্পদশালীতে পরিণত হয়, আর শ্রমিক শ্রেণি দরিদ্র হতে থাকে।

৮। **ব্যয়ের দিক থেকে:** সমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতা না থাকায় বিজ্ঞাপন বা বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করতে হয় না। এর ফলে অর্থের অপচয় কম। পুঁজিবাদে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৯। **কাজের চাপ:** সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের উপরে সীমাহীন কাজের চাপ থাকে বিধায় সরকারি কার্যক্রমে ধীর গতি পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থা চালু থাকায় রাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে কম চাপের মধ্যে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের দোষ-গুন উভয়ই রয়েছে। তবে আধুনিক বিশ্বে সমাজতন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদের প্রচলন অধিক। পুঁজিবাদের নানা ত্রুটির কারণে উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর অনেকেই একসময় মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য মিশ্র অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য মিশ্র অর্থনীতির রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সকলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মূল পার্থক্য কি?

সার-সংক্ষেপ

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মাঝে অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে সম্পত্তির মালিকানা, মুনাফার হিস্যা, ভোগের ধরণ, সর্বোপরি উৎপাদন ব্যবস্থার পার্থক্য উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়?

ক) সমাজতন্ত্র খ) পুঁজিবাদ

গ) মিশ্র অর্থনীতি ঘ) আমলাতন্ত্র

২। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের প্রধান পার্থক্য–

i) সম্পত্তির মালিকানায়

ii) পরিকল্পনা প্রনয়ণে

iii) অপচয়ের প্রাধান্যে

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.১১ মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মিশ্র অর্থনীতির ধারণা, সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা, অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।

মিশ্র অর্থনীতির ধারণা

যে অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়। মিশ্র অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের মত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জন ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে। আবার বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর কিন্তু সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। মিশ্র অর্থনীতি রাষ্ট্রের কিছু কিছু বৃহৎ শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারিভাবে পরিচালিত হয়।

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

মিশ্র অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে: প্রথমত, মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ পাশাপাশি অবস্থান করে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি মালিকানার উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে। তৃতীয়ত, মিশ্র অর্থনীতিতে ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়। চতুর্থত, দ্রব্যমূল্য ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পঞ্চমত, মিশ্র অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের পরিকল্পনা করা হয়। সুতরাং মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজ করে।

মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে যুক্তি

মিশ্র অর্থনীতির কতগুলো গুণ লক্ষ্য করা যায়। মিশ্র অর্থনীতির সমর্থকরা মিশ্র অর্থনীতর পক্ষে কতগুলো যুক্তি প্রদর্শন করে। প্রথমত, মিশ্র অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে বিধায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যত্নশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে দ্রব্যের মান উন্নত হয়। দ্বিতীয়ত, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একই দ্রব্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিতহয়। এর ফলে বেসরকারি উদ্যোক্তার দ্রব্যমূল্য বেশি হলে বিক্রির সম্ভাবনা কম থাকে। এ কারণে দ্রব্যমূল্যের উপর ব্যক্তি মালিকানাখাতের যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা কম থাকে। তৃতীয়ত, মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। ব্যক্তির জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করার জন্য যেসব অধিকার প্রয়োজন, ব্যক্তি সেগুলো মিশ্র অর্থনীতিতে পেয়ে থাকে। চতুর্থত, মিশ্র অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণের মধ্যে থেকেই অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়। পঞ্চমত, মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উৎপাদন হয় বিধায় ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য বাজারে পাওয়া যায়। ষষ্ঠত, মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারের কাজের চাপ কম থাকে। কারণ সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কাজ সম্পাদিত হয়। এ ব্যবস্থায় সরকার জনকল্যাণকর কার্য সম্পাদন করতে পারে। শেষত: মিশ্র অর্থনীতিতে রাষ্ট্র দিক-নির্দেশনার ভূমিকায় থাকে বিধায় বেসরকারি খাত মুনাফার ক্ষেত্রে একচেটিয়াতন্ত্র (Monopoly) প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

মিশ্র অর্থনীতির বিপক্ষে যুক্তি

মিশ্র অর্থনীতির যেমন কতকগুলো গুণ রয়েছে, তেমনি কতগুলো দোষ রয়েছে। সমালোচকরা মিশ্র অর্থনীতির বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। প্রথমত, মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পূর্ণ স্বাধীনতার দরুণ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য কার্যকর থাকে। এ ব্যবস্থায় মালিক শ্রেণি অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি, কালোবাজারী, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি নৈতিকতা বিরোধী কাজ করতে পারেণ। দ্বিতীয়ত, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতই মালিক দিন-দিন সম্পদশালীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে, শ্রমিক ক্রমশ দরিদ্র হতে থাকে। এর ফলে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়। তৃতীয়ত, এ ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে বিধায় একই দ্রব্য বিভিন্ন গুণের ও মানের হয়। এর ফলে ক্রেতারা একদিকে বিভ্রান্ত হয়। চতুর্থত, মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না। এ কারণে অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে লোকসান হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে, মিশ্র অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারণে বাজার ব্যবস্থার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পরে উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়া অনেক দেশ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়কারী হিসাবে মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করেছিল। গত শতাব্দীর শেষের দিকে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর থেকে, এক সময়ের মিশ্র অর্থনীতির দেশগুলোতে পুঁজিবাদের সর্বশেষ ধারাটি, অর্থাৎ নব্য উদারনীতিবাদ গ্রহণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে যুক্তি দেখান।

সার-সংক্ষেপ

মিশ্র অর্থনীতি হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের এক ধরনের সমন্বয়। এতে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত খাতে যাতে মুনাফাতন্ত্র কায়েম করতে না পারে সেজন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই বিরাজ করে–

ক) সমাজতন্ত্রে খ) পুঁজিবাদে

গ) মিশ্র অর্থনীতিতে ঘ) অভিজাততন্ত্র

২। বর্তমানে পৃথিবীতে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বেশি প্রচলিত?

ক) সমাজতন্ত্র খ) পুঁজিবাদ

গ) মিশ্র অর্থনীতি ঘ) আমলাতন্ত্র

পাঠ-৬.১২ কল্যাণ রাষ্ট্র : ধারণা ও কার্যাবলি (Welfare State: Concepts and Functions of Welfare State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক কল্যাণ, আয়ের ভারসাম্য, জনকল্যাণ, মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন।

কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা

এক সময় রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। কিন্তু একটি সময়ে বিশেষত: বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে, এই ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে যে, কেবলমাত্র শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা বা বহি:শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হতে পারে না। এ সময় থেকেই নাগরিকের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। যেসব রাষ্ট্র নাগরিকদের সঠিক জীবন মানের উন্নতির জন্য এসব দায়িত্ব হাতে তুলে নেয় সেগুলোকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলে।

উদাহরণস্বরূপ, কল্যাণ রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকার ভাতা প্রদান, শিক্ষার উন্নয়নে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং চিকিৎসার উন্নয়নে মাতৃসদন, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। কল্যাণ রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করে এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দানের নীতিতে বিশ্বাসী। একটি আর্দশ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুবিধা প্রদান করে। বেকারত্ব, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে একজন ব্যক্তি জীবিকা অর্জনে ব্যর্থ হলে কল্যাণ রাষ্ট্র তাঁর পাশে দাঁড়ায়।

কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করলে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন–

১. **কল্যাণকর:** জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করা কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২. **জীবন-যাত্রার উন্নত মান:** কল্যাণ রাষ্ট্রের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত। কারণ কল্যাণ রাষ্ট্র জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত বান্ধব অনেক নীতি অনুসরণ করে।

৩. **ব্যক্তিত্বের বিকাশ:** কল্যাণ রাষ্ট্রেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। কারণ এ ধরনের রাষ্ট্রে বৃহত্তর স্বার্থ ব্যতীত রাষ্ট্র জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না।

৪. **আয়ের ভারসাম্য:** কল্যাণ রাষ্ট্রে ধনী ও গরীবের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ভারসাম্য বজায় থাকে।

৫. **পরিকল্পনা:** জনকল্যাণার্থে কল্যাণ রাষ্ট্র বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

৬. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:** কল্যাণ রাষ্ট্রে নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র সামাজিক পর্যায়ে নানা ধরণের সুযোগ-সুবিধা চালু করে। এসব সুবিধাদি ব্যবহার করে জনগণ উপকৃত হয়। রাষ্ট্রের চালু করা সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে দরিদ্র কিংবা বয়স্ক ভাতা থেকে শুরু করে বিনামূল্য চিকিৎসা সুবিধা সব কিছুই অন্তর্গত। এ ধরনের বেষ্টনী থাকলে সাধারণ জনগণ ব্যক্তি মালিকানা খাতের যথেচ্ছ মুনাফাবাজির মধ্যে পড়ে না।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ যে রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হবে, তাকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলে।

কল্যাণ রাষ্ট্রের কার্যাবলি

জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণার্থে কল্যাণ রাষ্ট্র যেসব কাজ করে সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হল:

১. **জনকল্যাণ সংক্রান্তঃ** কল্যাণ রাষ্ট্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনকল্যাণার্থে কাজ করে। এজন্য কল্যাণ রাষ্ট্র বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে।

২. **অর্থনৈতিক নিরাপত্তাঃ** প্রত্যেক নাগরিক যাতে অর্থনৈতিক কাজে অংশ নিতে পারে, সেজন্য কল্যাণ রাষ্ট্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া বেকারদের বেকার ভাতা ও প্রবীণদের বিশেষ ভাতা প্রদানের মত নানা ধরনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে।

৩. **বৈষম্য দূরীকরণঃ** কল্যাণরাষ্ট্র ধনীদের উপর অধিক কর আরোপ করে এবং উক্ত কর গরীবদের কল্যাণার্থে ব্যয় করে। এভাবে কল্যাণ রাষ্ট্র ধনী-গরীরের বৈষম্য হ্রাস করে।

৪. **জনস্বাস্থ্য সংক্রান্তঃ** সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সুস্থ জাতি। এ লক্ষ্যে কল্যাণ রাষ্ট্র বিভিন্ন হাসপাতাল, হেলথ ক্লিনিক, শিশু সনদ, মাতৃসদন স্থাপন করে। তাছাড়া বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৫. **যোগাযোগ সংক্রান্তঃ** যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বলা হয় সভ্যতার চাবিকাঠি। যে রাষ্ট্র যত উন্নত সে রাষ্ট্রের যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত। কল্যাণ রাষ্ট্র যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, রেল, বিমান, ডাক, তার টেলিফোন, ইন্টারনেটসহ তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

৬. **শিল্প ও বাণিজ্যঃ** কল্যাণ রাষ্ট্র শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য কল-কারখানা স্থাপন ও বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন করে। তাছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে।

৭. **শিক্ষা সংক্রান্তঃ** অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া শিক্ষার প্রসারে লক্ষ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে।

৮. **কৃষি উন্নয়নঃ** খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কল্যাণ রাষ্ট্র কৃষির উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট থাকে। এজন্য রাষ্ট্র জলসেচ, খালখনন, বাঁধ নির্মাণ, সুলভ সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ, কৃষিঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে থাকে।

৯. **বিবিধঃ** নাগরিকের মৌলিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কিংবা চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা কল্যান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রেণি-বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল জনগণের উন্নতি সাধন করাই কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কয়েকটি উদাহরণ দিন।

সার-সংক্ষেপ

যে রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তাকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলে। কল্যাণ রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল– (১) জনকল্যাণ সাধন (২) উন্নত জীবন-যাত্রার মান (৩) ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ (৪) মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্যোগ (৫) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ (৬) আইনের শাসন প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা মূলত–

ক) প্রাচীনকালের খ) মধ্যযুগের

গ) আধুনিক কালের ঘ) বিংশ শতাব্দীর

২। কল্যাণ-রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য–

i) জনগনের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ii) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন iii) জনগনের আয় ও সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রফেসর শামীম আহমেদ এবং প্রফেসর এম আর ইসলাম পরস্পর ভিন্ন ধরনের বক্তব্য পেশ করেন। প্রফেসর শামীম বলেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। কালক্রমে তারা নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ নিজেরাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, প্রফেসর এম আর ইসলাম বলেন, ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে উপজাতি, উপজাতি থেকে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে।

ক. রাষ্ট্র কি?

খ. বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করুন?

গ. প্রফেসর শামীমের বক্তব্যে কোন মতবাদের প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. প্রফেসর এম আর ইসলাম-এর বক্তব্যটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

২। 'ক' একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। জনগণের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা পূরণ এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে উক্ত রাষ্ট্র সফল হয়েছে। এদেশের মানুষ অত্যন্ত শান্তিতে জীবন-যাপন করছে।

ক. পুঁজিবাদ কী?

খ. সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের রাষ্ট্রের প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ ঃ ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০ ঃ ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১১ ঃ ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১২ ঃ ১। ঘ ২। ঘ